108

তারিখ ... 07 AUG 1994... ..
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪ ...

দৈনিক ইত্তেফাক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১২ আগষ্ট পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ

ইত্তেফাক রিপোর্ট॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আগামী ১২ই আগষ্ট পর্যন্ত সকল প্রকার রাজনৈতিক কর্মকান্ড নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হইয়াছে। ক্যাম্পাসে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শুক্রবার গভীর রাতে কর্তৃপক্ষের এক জরুরী সভায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গতকাল (শনিবার) ভোরে কর্তৃপক্ষ এই সিদ্ধান্ত ছাত্র সংগঠনগুলির নেতৃবৃন্দকে অবহিত করেন। ক্যাম্পাসে বৃহস্পতিবারের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগের (ম-ই) আহ্বানে গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট শ্লথিত হয়। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে ছাত্রদলের পূর্ব ঘোষিত বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় নাই। তবে শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গভীররাত হইতে বিচ্ছিন্নভাবে থামিয়া থামিয়া ২০/৩০ রাউন্ড ফাঁকা গুলী বর্ষিত হয়। গুলীর আওয়াজে ভীত সন্ত্রস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা বিনিদ্র রাত যাপন করিয়াছে। সকাল ১০টার দিকে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগের (ম-ই) সশস্ত্র কর্মীরা প্রস্তুতি নিয়া ক্যাম্পাসে অবস্থান গ্রহণ করে। এক *(১৫শ পৃঃ দ্রঃ)*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে

(১ম পৃঃ পর)

পক্ষ কলাভবন ও অপরপক্ষ টিএসসি এলাকায়। একদল তরুণকে প্রকাশ্যে অস্ত্র নিয়া ঘুরিতে দেখা যায়। এ সময় কলাভবন এলাকায় অবস্থানকারী তরুণদের প্রস্তুতি ছিল সর্বাধিক। এই উত্তেজনাকর মুহূর্তে ক্যাম্পাসে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ও সাদা পোশাকধারী পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ছাত্রলীগের (ম-ই) অবস্থান এলাকা পুলিশ ঘিরিয়া রাখে। ফলে তাহারা টিএসসি এলাকা হইতে কলাভবন এলাকায় যাইতে পারে নাই। গত বৃহস্পতিবারের ঘটনার পর উভয় সংগঠনের মধ্যে শক্তি প্রদর্শন ও প্রতিশোধ পরায়ণতা তীব্র হইয়া উঠিয়াছে।

ছাত্রলীগ (ম-ই) গতকাল জাতীয় প্রেসক্লাবের সম্মুখে এক ছাত্র সমাবেশে অবিলম্বে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তের মাধ্যমে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাইয়াছে। সমাবেশে সভাপতি মঈনুদ্দীন হাসান চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইকবালুর রহীম বক্তৃতা করেন। সমাবেশে বলা হয়, এক দফার আন্দোলনে ভীত হইয়া বিএনপি সরকার এই সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। ক্যাম্পাসে ছাত্রদল নগরীর চিহ্নিত খুনী মাস্তানদের জড়ো করিয়া পুলিশের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় আরও একটি রক্তক্ষয়ী সংঘাতের পায়তারা করিতেছে।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাসী ঘটনার তীব্র নিন্দা করিয়াছে। সমিতির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শিক্ষকদের নিরাপত্তা না থাকিলে তাহারা কিভাবে শিক্ষকতা করিবেন উহার জবাব অবশ্যই সরকারকে দিতে হইবে। সমিতি ঐ সন্ত্রাসী ঘটনার প্রকৃত দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি প্রদানের দাবী জানাইয়াছে।

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট গতকাল এক জরুরী সভায় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানাইয়াছে সভায় বলা হয়, সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ সরকার ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের ঘৃণ্য উদ্যোগ নিয়াছে। অতীতে রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও অনুরূপ ব্যবস্থা নিয়া সরকার গণতান্ত্রিক, অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করিয়াছে। সভায় ক্যাম্পাসে রাজনৈতিক তৎপরতা বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবী করা হইয়াছে। মঞ্জুরুল আহসান খান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

শিক্ষক সমিতির বক্তব্যের প্রতিবাদ

ক্যাম্পাসের সন্ত্রাসী ঘটনার প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির প্রদত্ত বক্তব্যের প্রতিবাদ জানাইয়া ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ গতকাল এক বিবৃতিতে বলিয়াছে, ৪ঠা আগষ্টের ঘটনার সহিত ছাত্রদলকে জড়াইয়া শিক্ষক সমিতি যে বিবৃতি দিয়াছে তাহা ভিত্তিহীন। মানুষ গড়ার কারিগর সম্মানিত শিক্ষকদের প্রতিনিধি সাজিয়া এই ধরনের মিথ্যাচার মানিয়া নেওয়া যায় না।